PRINT

সমকাল

সরকারি হাতেম আলী কলেজ

বয়স নিয়ে বেকায়দায় অধ্যাপক সচীন

জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত বিভাগীয় মামলার প্রস্তুতি

১১ ঘণ্টা আগে

সাব্বির নেওয়াজ

চাকরির মেয়াদ বাড়াতে বয়স জালিয়াতি করে বেকায়দায় পড়েছেন বরিশালের সরকারি হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ সচীন কুমার রায়। অভিযোগ ওঠার পর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উচ্চপদস্থ তিন কর্মকর্তাকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, চাকরির মেয়াদ বাড়াতে সচীন কুমার রায় দুর্নীতির মাধ্যমে জন্মতারিখ সংশোধন করে নিজের বয়স দুই বছর কমিয়েছেন। এর দায়ে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এই শিক্ষকের ব্যক্তিগত তথ্যের (পিডিএস) ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশনা দিয়ে গত রোববার মাউশি মহাপরিচালককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে জালিয়াতির দায়ে ওই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও হচ্ছে।

জন্মতারিখ সংশোধনের কথা স্বীকার করলেও জালিয়াতির বিষয়টি মানতে নারাজ অধ্যক্ষ সচীন কুমার রায়। হাতেম আলী কলেজের এই অধ্যক্ষ সমকালকে বলেন, সব নিয়ম মেনেই বয়স সংশোধন করেছেন। কোথাও আইনের ব্যত্যয় ঘটাননি বলেও দাবি করেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি সূত্র জানায়, সপ্তম বিসিএসের সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৭ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন সচীন কুমার রায়। তখনকার নথিতে সচীন কুমারের জন্ম তারিখ ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। চাকরিতে যোগদানের ২৭ বছর পর ২০১৪ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি ও পদায়নের সময় তার বয়স পরিবর্তন করে ১৯৬০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বলে উল্লেখ করা হয়। এ-সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির মাধ্যমে সচীন কুমার রায় তার বয়স দুই বছর কমিয়েছেন। এতে নির্ধারিত মেয়াদের চেয়েও দুই বছর বেশি চাকরির সুযোগ পাবেন তিনি। এতে সরকারের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় যে বয়স উল্লেখ করা হয়, তা কোনো অবস্থায় পরিবর্তনের সুযোগ নেই। সরকারি চাকরিতে অ্যাফিডেভিট (বয়স কমানোর দালিলিক প্রমাণ) গ্রহণযোগ্য নয়। সিভিল সার্ভিস রুলের বিধি-৯ অনুযায়ী কোনো কর্মকর্তা তার বয়স সংশোধন করতে পারেন না। অধ্যাপক সচীনের এই জালিয়াতি জানাজানির পর বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ সচীন কুমার রায় সমকালকে জানান, নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় ভুলে তার বয়স দুই বছর বেশি লেখা হয়। পরে তার বাবা সেটি সংশোধনের উদ্যোগ নেন। অভিযুক্ত এই কর্মকর্তার দাবি, চাকরিতে যোগদানের আগেই তিনি বয়স পরিবর্তনের আবেদন করেন। এ ব্যাপারে ১৬ ধরনের কাগজপত্রও বোর্ডে জমা দিয়েছেন। সেগুলো পর্যালোচনার পর বোর্ডের সিদ্ধান্তে বয়স কমানো হয়েছে। এ নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করে সচীন রায় বলেন, 'এটি ২৯ বছর আগে মীমাংসিত বিষয়।'

২৯ বছর আগে বয়স কমানো হয়েছে বলে দাবি করা হলেও মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে সচীন কুমারের বয়স সংশোধন হয়েছে গত বছর। অভিযোগ রয়েছে, ওই বছর অবসরে যাওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের স্ত্রী সচীন কুমারের চাকরির ব্যাচমেট। ওই কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার স্ত্রীর ব্যাচমেট হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে সচীন নিজের বয়স সংশোধনের ফাইল অনুমোদন করিয়ে নেন।

বিষয়টি জানাজানির পর এই অভিযোগ তদন্তের জন্য মাউশি ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ, মাউশির উপপরিচালক মেজবাহ উদ্দিন সরকার ও এইচআরএম ইউনিটের সহকারী পরিচালক আশেকুল হককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণের পাশাপাশি সরেজমিন যশোর শিক্ষা বোর্ড ও বরিশালে গিয়েও তদন্ত করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, যশোর শিক্ষা বোর্ডের মানবিক বিভাগ থেকে ১৯৭৪ সালে এসএসসি পাস করেন সচীন কুমার রায়। তৎকালীন ভলিউম পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওই বছরের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ ছিল ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে। এ ছাড়া সচীন কুমার ১৯৬৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কালীশুরি এসএ ইনস্টিটিউশনে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির সময়ও জন্মতারিখ ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন।

বয়স পরিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটি সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করে তদন্তকারীরা বলেন, এসএসসি থেকে এইচএসসি পর্যন্ত বোর্ড একজন শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণ করে ১৪ থেকে ২০ বছর। এর মধ্যে কেউ আবেদন করলে সর্বোচ্চ ১ থেকে ১১ মাস পর্যন্ত বয়স কমানো হয়ে থাকে। এর বেশি হলে কাগজপত্র থাকার পরও তা বাতিল বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সচীন কুমারের বয়স কমানো হয়েছে পুরো ২ বছর। এ ছাড়া ওই কর্মকর্তা এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক পাস করার পর বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে চাকরিতে যোগ দেন। বয়স পরিবর্তনে এত দীর্ঘ সময় লাগার কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া চাকরিতে 'অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়' এমন শর্ত থাকার পরও তিনি তা করেছেন। এখন সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, হিসাবরক্ষক (এজি) অফিসকে গ্রহণ করতে হবে। যদিও এ ধরনের ঘটনা এজি অফিসেও গ্রহণযোগ্য হয় না। এই কর্মকর্তার অবসরের সময় তার জন্মসাল ১৯৫৮ নাকি ১৯৬০ বলে বিবেচিত হবে তা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলেন, বয়স কমানোর ব্যাপারে বোর্ড সবসময় সতর্ক থাকে। চাকরিতে যোগদানের পর কারও বয়স

কমানোর নজির নেই বললেও চলে। যারা সচীন কুমারের বয়স সংশোধন করেছেন, তারাই এর প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। আপাতত এ নিয়ে তাদের কিছু করার নেই বলে জানান যশোর বোর্ডের সচিব ড. মোল্লা আমির হোসেন। সচীন কুমারের বয়স সংশোধনের ঘটনায় বরিশালে তোলপাড় চলছে এমনটা শুনেছেন বলেও জানান তিনি।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com